যোষেফের বংশধরদের আশীর্বাদ

(Blessings to Joseph's Seeds)

আদিপুস্তক ৪৭:২৮ - ৪৮:২২ পদ

আদিপুস্তক ৪৮ ও ৪৯ অধ্যায় হল মৃত্যুর পূর্বে যাকোবের শেষকথা। এই দুই অধ্যায়ে উল্লেখিত যাকোবের শেষকথার মধ্যে সেই ঈশ্বরের প্রতি যাকোবের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, যে ঈশ্বর তার জন্মের পূর্বে তার পার্থিব জীবনের জন্য একটি উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন এবং তার মৃত্যুতেও তা শেষ হয়নি। যাকোব তার পার্থিব জীবনে অনেক চড়াই-উৎড়াই অতিক্রম করেছে, তথাপি ইহজীবনের শেষপ্রান্তে এসে সে সামগ্রিক অর্থে তার জীবনকে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে উপস্থাপিত করেছে: কখনও সেই ঈশ্বরের সে পশ্চাদানুসরণ করেছে, কখনও বা তাঁর কাছ থেকে পালাতে চেয়েছে, আবার কখনও তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ পর্যন্ত চালিয়েছে। কেবল তাই নয়, যাকোব তার মৃত্যুতে সেই ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কের সমাপ্তির পরিবর্তে তার আগামী বংশধরদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা আশা করেছে। যাকোব যখন তার পার্থিব জীবনকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের দৃষ্টিকোন থেকে বর্ণনা করেছে, তখন খ্রীসবিশ্বাসী আমরা আমাদের পার্থিব জীবনকে কীভাবে বর্ণনা করি? আমরা যখন যাকোবের ন্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি হব, তখন কি তার ন্যায় আমাদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও প্রত্যাশা প্রকাশ করতে পারব? না কি অবিশ্বাসীদের ন্যায় আমরাও সেই একই চিন্তা করব যে, মৃত্যুতে আমাদের সমস্ত আশার সমাপ্তি, তারপর আর কিছুই নেই?

ক। যোষেফের দুই পুত্রের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদ:

৪৮ অধ্যায় এই কথা বলে শুরু হয়েছে, *"এই সকল ঘটনার পর কেউ একজন যোষেফকে বলল, দেখুন, আপনার পিতা পীড়িত; তাতে যোষেফ নিজের দুই পুত্র মনঃশি ও ইফ্রয়িমকে সঙ্গে নিয়ে গেল"* (১ পদ)। এর আগে ৪৭:২৮ পদে আমরা দেখতে পেয়েছি, যাকোব পৃথিবীর মাটিতে ১৪৭ বৎসর প্রবাস করেছে। অর্থাৎ, যাকোব এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ এবং পীড়ায় তার শক্তিও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়েছে। এমন সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকোবের প্রিয়তম পুত্র যোষেফ তার দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে। আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায়ে এর সমান্তরাল দৃশ্যকে আমরা স্মরণ করতে পারি, যখন যাকোব তার বৃদ্ধ এবং প্রায় অন্ধ পিতা ইস্হাকের মৃত্যুর পূর্বে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সেখানে ইস্হাক তার প্রিয়পুত্র এষৌকে গোপনে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিল (যদিও সে জানত ঈশ্বর যাকোবকে মনোনীত করেছেন)। ইস্হাকের এই গোপন মতলবের কথা জানতে পেরে মা রিবিকা যাকোবকে এষৌ সাজিয়ে ইস্হাকের কাছে পাঠিয়েছিল, যেন সে ইস্হাকের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে। কিন্তু এখানে গোপনে কিছুই করা হয়নি, সর্বসমক্ষে যোষেফের দুই পুত্রকেই যাকোবের কাছে আনা হয়েছে, কোনও প্রতারণারও সুযোগ নেওয়া হয়নি, এবং তারা দুজনেই যাকোবের আশীর্বাদ পেয়েছে। আবার, ৪৯ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব, কেবল যোষেফের এই দুই পুত্র নয়, যাকোবের অন্যান্য পুত্রকেও আশীর্বাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর আগে যদিও ঈশ্বরের আশীর্বাদ কেবল নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল (অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব), কিন্তু এখন থেকে তা যাকোবের সমস্ত সন্তানের মাধ্যমে প্রসারিত হবে, যাদের মাধ্যমে এই পৃথিবীর মাটিতে ঈশ্বর তাঁর **জাতিসমাজ** উৎপন্ন করতে চলেছেন (৪৮:৪)।

যোষেফের দুই পুত্রকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে, যাকোব নিজের যৌবনের দিনগুলিকে স্মরণ করেছে, সে কীভাবে তার পার্থিব প্রবাসকালের শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভেবে দেখেছে। তা করতে গিয়ে, যাকোব তার এবং তার বংশধরদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে দেখতে পেয়েছে। আর **সেই প্রতিজ্ঞা ছিল <u>কনান</u> কেন্দ্রিক**। তাই, যাকোব যোষেফকে দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞাও করিয়েছে যে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোবের মৃত্যুর পর যাকোবকে যেন মিসরে কবর দেওয়া না হয়, কিন্তু তাদের পৈত্রিক কবরস্থান কনানের মকপেলাতে (২৩:৯-২০; ২৫:৯-১০) যেন কবর দেওয়া হয়। আমরা জানি, যাকোব নিজে সেই কনান ত্যাগ করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর আপন সার্বভৌমত্বে তাকে আবার কনানে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন আবার যাকোব সেই কনান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু যাকোব বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে তার বংশধরদের আবার কনানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই, ৪৮:২১ পদে যাকোব বলেছে, *"দেখ, আমি মরছি, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের সহবর্তী থাকবেন, ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দেশে (কনানে) তোমাদের নিয়ে যাবেন।"* এইভাবে কনান ত্যাগ ও কনানে প্রত্যাবর্তনকে স্মরণ করতে গিয়ে যাকোব তার পার্থিব জীবনের দুটি ঘটনাকে স্মরণ করেছে, যে দুটি ঘটনা তার কাছে উজ্জ্বল স্মৃতি হয়ে আছে। তাদের প্রথমটি হল, যাকোব যখন নিঃস্ব হয়ে কনান ত্যাগ করেছিল, তখন *"লূস নামক স্থানে (যার পরবর্তী নাম বেথেল) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যাকোবকে দর্শন দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন ও বলেছিলেন, দেখ, আমি তোমাকে ফলবান ও বহুবংশ করব, আর তোমার থেকে জাতিসমাজ উৎপন্ন করব, এবং তোমার ভাবীবংশকে চিরস্থায়ী অধিকারার্থে এই দেশ দেব"* (৪৮:৩-৪; আদিপুস্তক ২৮ অধ্যায়)। আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হল, ২০ বৎসর পরে যাকোব যখন সেই কনানে পুনরায় ফিরে আসে, *"কনান দেশে রাহেল ইফ্রাতে পৌঁছাবার অল্প পথ বাকি থাকতে, পথের মধ্যে মারা যায়, তাতে যাকোব ইফ্রাতের, অর্থাৎ বৈৎলেহেমের পথের ধারে তাকে কবর দেয়"* (৪৮:৭; আদি ৩৫:১৬-২০)।

অর্থাৎ, ঈশ্বর **অব্রাহামের** প্রতি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কনান ত্যাগ করার সময় **যাকোবের** প্রতি তিনি তার পুনরুক্তি করেছিলেন: (১) যাকোব ফলবান ও বহুবংশ হবে, (২) যাকোবের বংশধরদের থেকে জাতিসমাজ উৎপন্ন হবে, এবং (৩) চিরস্থায়ী অধিকার হিসাবে যাকোবের বংশধররা কনান দেশ লাভ করবে। কিন্তু পৃথিবীতে তার প্রবাসকালে যাকোব এই প্রতিজ্ঞার কোনও পূর্ণতা কি নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিল? কিছুই নয়, পরিবর্তে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার বিপরীত ঘটনাই তার চোখে ধরা পড়েছিল: (১) যাকোব যখন এই প্রতিজ্ঞা পায়, তখন সে নিজের জীবন বাঁচাতে সেই কনান ত্যাগ করে পালাচ্ছিল, (২) যাকোব যখন সেই কনানে ফিরে আসে, তখন সে তার পার্থিব জীবনের গভীরতম ব্যথা অনুভব করেছিল, তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী রাহেল মারা গেছিল। এমন নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েও যাকোব কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে হেয়জ্ঞান করেনি, ভুলে যায়নি। তার নিজের জীবনে যদিও সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা যাকোব দেখতে পায়নি, তথাপি সে সেই প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ তার নাতিদের দিতে চেয়েছে। ইব্রীয় ১১:১৩ পদে বলা হয়েছে, *"তারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু দূর থেকে তা দেখতে পেয়ে সাদর সম্ভাষণ করেছিল, এবং নিজেরা যে পৃথিবীতে বিদেশী ও প্রবাসী, তা স্বীকার করেছিল।"* তাই, কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মের সময় যখন রাহেলের মৃত্যু হয়, রাহেল তার পুত্রের নাম রাখতে চেয়েছিল *'বিনোনী'* যার অর্থ *'আমার কষ্টের পুত্র'*; কিন্তু যাকোব তার নাম রেখেছিল *'বিন্যামীন'* যার অর্থ *'আমার দক্ষিণ হাতের পুত্র'*। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, যাকোব বিশ্বাস করেছিল, বিন্যামীনের জন্মের কষ্টের পরিস্থিতিকে ঈশ্বর আশীর্বাদে রূপান্তরিত করবেন। যোষেফও তার পিতার অনুকরণে তার দ্বিতীয় পুত্রের নাম রেখেছিল *'ইফ্রয়িম'* যে নামের অর্থ *'দুঃখভোগের দেশে ঈশ্বর আমাকে ফলবান করেছেন'* (৪১:৫২)।

আমরাও আমাদের পার্থিব জীবনে বিভিন্ন দুঃখময় বা ব্যথার পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারি: সম্পর্ক ভেঙ্গে যেতে পারে, শারিরীক পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, প্রিয়জনের মৃত্যু হতে পারে, বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা আমাদের পার্থিব জীবনের শেষ কথা নয়; কারণ আমরা যে সার্বভৌম ঈশ্বরের সেবা করি, তিনি এই সমস্ত দুঃখ ও কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকেও আশীর্বাদের ফল উৎপন্ন করতে সক্ষম।

খ। দেশের আশীর্বাদ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোষেফের সন্তানদ্বয়ের প্রতি যাকোবের আশীর্বাদের দুটি দিক আমরা দেখতে পাই, প্রথমটি হল দেশের আশীর্বাদ এবং দ্বিতীয়টি হল পরিবারের আশীর্বাদ। যাকোব তার স্মৃতি থেকে যে দুটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করেছে, তারা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে ঘটেছিল, বেথেলে ও বৈৎলেহেমে। কেবল তাই নয়, সমগ্র মিসর দেশের উপর রাজা ফরৌণের পরবর্তী ব্যক্তি হিসাবে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, যাকোব সেই যোষেফকে প্রতিজ্ঞাত দেশের সামান্য একখণ্ড ভূমি দিয়েছে। এ বিষয়ে উল্লেখ আমরা ৪৮:২২ পদে পাই, যেখানে যাকোব যোষেফকে বলেছে *"তোমার ভাইদের চেয়ে এক অংশ তোমাকে বেশি দিলাম, এটা আমি নিজের খড়্গ ও ধনুর দ্বারা ইমোরীয়দের হাত থেকে অধিকার করেছিলাম।"* প্রশ্ন হল, যোষেফের ন্যায় মিসরের ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে দূরবর্তী কনান দেশের সামান্য ভূমিতে কী প্রয়োজন? আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যোষেফের পার্থিব জীবনে সেই সামান্য জমির তেমন কোনও মূল্য না থাকলেও, যাকোবের এই কথার মাধ্যমে যাকোবের সেই নিশ্চিত বিশ্বাস ফুটে উঠেছে যে, ঈশ্বর একদিন তার বংশধরদের কনানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন (৪৮:২১), এবং তখন সেই জমির অধিকার মূল্যবান উত্তরাধিকার হবে।

৪৮:১৬ পদে যোষেফের দুই পুত্রকে আশীর্বাদ করে যাকোব বলেছে, *"এরা <u>দেশের</u> মধ্যে বহুগোষ্ঠিতে পরিণত হোক।"* মথি ৫:৫ পদে যীশু তাঁর পর্বতে দত্ত উপদেশে বলেছেন, *"ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তারা <u>দেশের</u> অধিকারী হবে।"* যীশুর এই কথা হল গীত ৩৭:১১ পদের উদ্ধৃতি, যেখানে বলা হয়েছে, *"কিন্তু মৃদুশীলেরা <u>দেশের</u> অধিকারী হবে।"* উভয়ক্ষেত্রে '**পৃথিবীর অধিকার**' নয়, কিন্তু '**দেশের অধিকারের**' কথা বলা হয়েছে। এখন পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে বসবাস করে পৃথিবীর উপর অধিকার লাভ সম্ভব; কিন্তু দেশের অধিকার তথা প্রতিজ্ঞাত দেশের অধিকারী হতে হলে ঈশ্বর আমাদের জন্য যা বরাদ্দ করেছেন, কেবল তা-ই গ্রহণ করতে হবে, তা ইমোরীয়দের কাছ থেকে অধিকৃত সামান্য জমিও হতে পারে। তাই, যোষেফের সন্তানদের বিষয় যাকোব যা আকাঙ্ক্ষা করেছে, তা পৃথিবীর মানদণ্ডে মহত্ব নয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞাত দেশে ঈশ্বর-দত্ত মহত্ব।

এর থেকে খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, আমরা আমাদের পার্থিব জীবনে কী আশা করব বা কী স্বপ্ন দেখব। অন্যে ঈর্ষা করে এমন জীবিকা, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, নিঃঝঞ্ঝাট সাংসারিক জীবন বা সুস্বাস্থের আমরা আশা করি কি? না কি আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ আশা করি? যীশু তাঁর পর্বতে দত্ত উপদেশে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, জাগতিক মহত্ব ও ঈশ্বরের রাজ্যের মহত্ব একে অন্য থেকে পৃথক। ঈশ্বরের রাজ্যের মহত্বের অর্থ, ধনের প্রতি লালসার পরিবর্তে দারিদ্রের মধ্যেও সন্তুষ্টি, দুঃখ-কষ্ট এড়িয়ে যাবার পরিবর্তে শোক ও ব্যথার প্রতি সহনশীলতা, দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিবর্তে মৃদুশীলতা, স্বার্থচেষ্টার পরিবর্তে ধার্মিকতা, দয়া ও শান্তির জন্য প্রচেষ্টা, যা অনেক সময় আমাদের জীবনে তাড়না ও অত্যাচারও আনতে পারে। যোষেফের দুই পুত্রের প্রতি যাকোব এমন দেশের অধিকার আকাঙ্ক্ষা করেছে, এবং এ বিষয়ে যীশু খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের আকাঙ্ক্ষা করতে বলেছেন। যাকোবের ন্যায় আমরা যত আমাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাই, আমরা তত বেশি ক্ষণস্থায়ী জাগতিক আশীর্বাদের পরিবর্তে এই চিরস্থায়ী আশীর্বাদের আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। আমরা কি জগতের অধিকার চাই, না কি দেশের, তথা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার চাই? যীশু আমাদের প্রথমে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতা চেষ্টা করতে বলেছেন (মথি ৭:৩৩)।

গ। পরিবারের আশীর্বাদ

কিন্তু কেবল **দেশের** আশীর্বাদ নয়, যোষেফের ছেলেদের প্রতি যাকোব **পরিবারের** আশীর্বাদও করেছে। ৪৮:১১ পদে যাকোব যোষেফকে বলেছে, *"আমি ভেবেছিলাম, তোমার মুখ আর দেখতে পাব না, কিন্তু দেখ, ঈশ্বর আমাকে তোমার <u>বংশও</u> দেখালেন।"* যাকোবের পার্থিব জীবনে একটি অন্যতম প্রধান দুঃখের ঘটনা হল, যোষেফকে হারোনো। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌমত্বে কেবল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যোষেফকে ফিরিয়ে দেননি, যোষেফের সঙ্গে যোষেফের ছেলেদেরও দেখবার সুযোগ ঈশ্বর যাকোবকে দিয়েছেন। কিন্তু যাকোবের এই কথার মধ্যে কেবল তার নাতিদের দেখে আনন্দের কথা বর্ণনা করা হয়নি। যোষেফের **ছেলেদের** যাকোব যোষেফের **বংশ** বলেছে। যাকোবের এই কথার মধ্যে আমরা অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দেখতে পাই, যেখানে **অব্রাহামের বংশধর**দের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় গোষ্ঠি আশীর্বাদ পাবার কথা বলা হয়েছিল (আদি ১২:৩)। কেবল তাই নয়, যাকোবের এই কথার মধ্যে আমরা আদমের প্রতি ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞাকে দেখতে পাই, যেখানে তিনি **আদমের বংশধর** করে একজনকে পাঠানোর কথা বলেছিলেন, যিনি সর্পের মস্তক চূর্ণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে পাপী মানুষকে সম্মিলিত করবেন (আদি ৩:১৫)। অব্রাহামের প্রতি উক্ত ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদকে যাকোব যোষেফের দুই পুত্রের প্রতি প্রসারিত করে বলেছে, ***"এদের দ্বারা আমার নাম ও আমার পিতৃপুরুষ অব্রাহামের ও ইস্হাকের নাম আখ্যাত হোক, এরা দেশের মধ্যে বহুগোষ্ঠিতে পরিণত হোক"*** (৪৮:১৬)।

যোষেফের দুই পুত্রকেই যদিও বহুগোষ্ঠি হবার আশীর্বাদ করা হয়েছিল, তথাপি তাদের বড় ভাই মনশিঃর তুলনায় তার ছোট ইফ্রয়িমকে বেশি আশীর্বাদ করা হয়েছিল। কয়িন নয় হেবল, ইশ্মায়েল নয় ইস্হাক, এষৌ নয় যাকোব, ঠিক তেমনই ঈশ্বর এখানে স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। যোষেফ যদিও একে বৃদ্ধ পিতার ভ্রান্তি চিন্তা করে সংশোধন করতে চেয়েছে, কিন্তু যাকোব তাকে বলেছে, ***"ইফ্রয়িম মনশিঃ অপেক্ষা মহান হবে, তার গোষ্ঠি বহুগোষ্টিতে পরিণত হবে"*** (৪৮:১৯)। এটিও হল যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদের একটি দিক, যার পূর্ণতা যাকোব দেখেনি বললেই চলে, তথাপি যাকোব ঈশ্বরের সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায় দৃঢ় বিশ্বাসী। বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে, সেই সময় মিসরের অসংখ্য জনসংখ্যার মধ্যে যাকোবের ৭০ জন ধর্তব্যের বিষয় ছিল না। তারা তাদের মাঝে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত, কিংবা মিসরীয়দের সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলতে পারত, তথাপি যাকোব ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরেছিল। যাকোব যদিও সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখতে পাইনি, কিন্তু মোশি যে প্রথম পাঠকদের উদ্দেশে (৪০০ বৎসর পর কনানে প্রবেশকারী ইস্রায়েলীরা) এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে, তারা তাদের নিজেদের চোখে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখেছে, যখন যাকোবের কয়েক লক্ষ বংশধর মিসর ত্যাগ করে কনানে প্রবেশ করেছিল। আজ আমরা অব্রাহামের আত্মিক বংশধর হিসাবে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা পৃথিবীর সর্বত্র দেখতে পাই।

আমাদের ঈশ্বর ফাঁকা আওয়াজ দেবার ব্যক্তি নন। তিনি প্রতিজ্ঞাকারী ঈশ্বর এবং সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণকারী ঈশ্বরও বটে। যাকোব তার পার্থিব প্রবাসকালের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে সেই সত্য উপলব্ধি করেছিল, পার্থিব জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও যাকোব সেই প্রতিজ্ঞাকে আঁকড়ে ধরেছিল, যদিও তাদের পূর্ণতার কিছুই তার চোখে ধরা পড়েনি। আমরা আমাদের পার্থিব জীবনকে কীভাবে দেখি? এই পার্থিব জীবনে কী পেলাম আর কী পেলাম না, তাকে ভিত্তি করেই কি আমরা আমাদের জীবনের মূল্যায়ন করি? না কি, পার্থিব জীবনের শেষপ্রান্তে আমরা পৌলের ন্যায় নিশ্চিত জানি, ***"এখন পর্যন্ত আমার জন্য ধার্মিকতার মুকুট তোলা আছে, প্রভু, সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিন তা আমাকে দেবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁর প্রকাশপ্রাপ্তি ভালোবেসেছে, তাদের সকলকেও দেবেন"*** (২তীমথিয় ৪:৮)। আসুন, নিজেরা সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বাসে জীবন যাপন করি এবং সেই প্রতিজ্ঞাকে আমাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি প্রসারিত করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com